জল/ ১৯৮৩

বিজয় কুমার ভট্টাচার্য

অনিশ্চিত বাঁশের সাঁকো ভাঙছে ছলাৎ
জলস্রোতে
জল বাড়ছে জল বাড়ছে বিংশতি হাত
দিবারাতে।

ভূকম্পনে নড়ে উঠছে পা' রাখবার
শূন্য মাটি;
জল বাড়ছে, জল বাড়ছেঃ আমরা কোথায়
নষ্ট খুঁটি

ডুবে যাচ্ছে। জল বাড়ছে : আমরা কোথায়
যাবো এখন?
চতুর্দিকে জল থৈ থৈ বৃষ্টিধারায়
জীবন যাপন

আর কতোকাল? সন্ধ্যে সকাল কালনাগিনী
সাপের মতো
জল বাড়ছে, গ্রামপতনের শব্দ শুনি
অবিরত।

জল বাড়ছে : জিরি চিরি সুবনশিরি
পাগলাদিয়ায়
জল বাড়ছে : বরাক লোহিত ধলেশ্বরী
কুশিয়ারায়

জল বাড়ছে। জল বাড়ছে, লোকগুলো সব
সাঁতার কাটে-

জল বাড়ছে। অন্ধকারে, মৌন নীরব
ফেরীঘাটে

নৌকো ডুবে। জল বাড়ছে, আমরা কোথায়
যাবো এখন?
চতুর্দিকে জল থৈ থৈ বিপদসীমায়
জীবনযাপন।

তাই তো রবীন্দ্রনাথ

বলো তো কখন, আকাশে বিদ্যুৎ কষা
কালো মেঘে বৃষ্টি হয় ভারী?
উত্তর তার : একুশে ফেব্রুয়ারি।
বলো তো কখন, সুগভীর লালরঙে
অবেলায় সূর্য পাটে নামে?
উত্তর তার : রক্তাক্ত উনিশে মে।
বলো তো কখন, শূন্যতার মনে হয়
প্রিয়জন নাই, কাছে নাই-?
উত্তর তার : আজ বুঝি একুশে জুলাই।
বলো তো কখন, রক্তপাত রাজপথে
চোরাবালি সিক্ত হয় আরো
উত্তর তার : আগস্ট সতেরো।
বলো তো কখন, ঈশান নৈঋতে কাঁপে
ভয়ঙ্কর সর্বনাশা ঝড়
উত্তর তার : ষোলই ডিসেম্বর।
এরকম দিনলিপি কতো আর লিখে রাখি
রক্তের অক্ষরে
কতো আর চর্বির শীতল মোম জ্বেলে
অন্ধকার ঘরে
নিজেকে পোড়াবো আমি ; আপনার

কুশপুত্তলিকা

কতো আর দেখে যাবো, শিকারীর

অগ্নিনালিকা;

স্বজনের চোখে মুখে বিদ্ধ করে

সংখ্যাতীত গুলি

সর্বাঙ্গে ক্ষতের চিহ্ন- রুদ্ধবাক,

কী করে যে ভুলি!

কোথায় রবীন্দ্রনাথ, চৈতন্যের

অগ্নিবর্ণ ফুল?

এ সময় তুমি নেই যৌবনের

গর্বিত নজরুল!

এ সময় কে শোনাবে শেকল ভাঙার গান

বন্দীশালায় আগুন জ্বালাবে কে?

স্বাধীনতা-উত্তর স্বদেশে আমার নাম

ওরা আজ, 'বিদেশি'র খাতায় যখন লেখে-

তখন,

'কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে

বাঁশি সঙ্গীতহারা

অমাবস্যার কারা

আমার ভুবন লুপ্ত করেছে দুঃস্বপ্নের তলে.....'

তাই তো রবীন্দ্রনাথ

'নবীন আশার খড়্গে' করো

নির্মম কুঠারাঘাত।